আলোচনা ফলপ্রসূ, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর পরের বৈঠক ১২ সেপ্টেম্বর উত্তরকন্যায়

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে মোর্চার শুরু করা বন্ধ, অগ্নিসংযোগ, হিংসার প্রবাহের ৭৮ দিনের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শুরু হল শান্তি প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার নবান্নে পাহাড়ের প্রধান দলগুলিকে নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পূর্ত ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা পাহাড়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অরূপ বিশ্বাস, পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব, মুখ্যসচিব মলয় দে, স্বরাষ্ট্র সচিব অত্রি ভট্টাচার্য, ডিজি পুলিশ সুরজিৎ করপুরকায়স্থ, সিপি কলকাতা পুলিশ রাজীব কুমার, মোর্চা নেতা বিনয় তামাং, জনআন্দোলন পার্টির নেতা হরকা বাহাদুর ছেত্রী, জিএনএলএফ নেতা মন ঘিসিং এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পাহাড়ের দুই নেতা বিন্নি শর্মা ও রাজেন মুখিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। আলোচনা শেষে মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'আলোচনা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। মোর্চা সহ পাহাড়ের চারটি প্রধান দলের প্রতিনিধিদের এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, আলোচনার শুরুতেই পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ডের দাবির বিষয়ে আলোচনা হওয়ার এজেন্ডা না থাকার কারণে এদিন কোনও আলোচনা হয়নি। তবে তাদের দীর্ঘদিনের পৃথক রাজ্যের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে আন্দোলন তারা করে আসছে, গণতান্ত্রিক দেশে মানুষের যে কোনও আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে বলে জানান। দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থা চলার ফলে পাহাড়ে শান্তি ফেরার পক্ষে মত প্রকাশ করে সবপক্ষই। মুখ্যমন্ত্রীও চান দ্রুত খাদ্য, পণ্য, রসদ পৌঁছাক পাহাড়ে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের প্রতিটি দলের কাছে বন্ধ ও অচলাবস্থা তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেন। মোর্চার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামিকাল পাহাড় ফিরে গিয়ে এপিক সেন্টারে মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। জিএনএলএফ-এর পক্ষ থেকে পাহাড়ে ফিরেই কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অনুরূপভাবে জন আন্দোলন পার্টির পক্ষ থেকে শীর্ষ নেতা হরকা বাহাদুর ছেত্রী বলেন, পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড তাদের এজেন্ডাতেই ছিল। বিগত দিনে স্বায়ত্ত শাসনের নামে যা চলছে তা সফল হয়নি। উন্নয়ন হয়নি। তাই তাদের দাবি, রাজ্য বিধানসভায় এ বিষয়ে একটি বিল এলে গোর্খাল্যান্ডের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে আলোচনা হোক এবং তা রাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হোক। এতে গোর্খাল্যান্ডের বিষয়টি মসৃণ হবে। যদিও এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিষয়টি আমাদের রাজ্যের হাতে নেই। এরপরেই সবাই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা বলেন। তারা আলোচনায় দেখতে চান, কেন এতদিনের পাহাড়বাসীর দাবির প্রেক্ষিতে নতুন রাজ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও এই সমস্ত কিছু এড়িয়ে প্রত্যেকেই শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মোর্চা সহ পাহাড়ের সব পক্ষই পাহাড়ে আইইডি বা গ্রেনেড হামলার নিন্দা করেন। তারা প্রত্যেকেই জানান, এর সঙ্গে তাদের কোনও যোগ বা সমর্থন নেই। এই ধরনের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তারা। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে আইনের পথে চলার বিষয়ে মত দেন তারা। সিআইডি, সিবিআই বা বিচার বিভাগীয় তদন্তের বিষয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন যাতে আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

নবান্নে সর্বদল বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। *ছবি-শ্যামল মৈত্র*

সর্বদল আলোচনায় খুশি মুখ্যমন্ত্রী

হরকা বাহাদুর ছেত্রীর পরামর্শ রাজ্য সরকারের কাছে জিটিএ'কে আবার তার মর্যাদা দিয়ে পুনরাবস্থায় ফিরিয়ে আনা দরকার। প্রয়োজন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। তিনি উন্নয়নের খাতে আরও অর্থ বরাদ্দ করার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তবে পাহাড়ে বন্ধ ও অচলাবস্থা তোলার ক্ষেত্রে অন্য দলগুলি মোচার ঘাড়েই দায়িত্ব চাপিয়েছে। কারণ পাহাড়ে যেহেতু বন্ধ ও অচলাবস্থা মোর্চা করেছে, তাই বন্ধ তোলার বিষয়ে তাদেরকেই উদ্যোগী হতে হবে বলে মনে করেন তারা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পৃথক রাজ্য গোর্খাল্যান্ড তৈরি হলে পাহাড়ের মানুষের উন্নয়ন ও সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এর নিশ্চয়তা দিতে পারল না কোনও পক্ষই। তবে পাহাড়ে আন্দোলন চলাকালীন দলীয় সদস্য ও সমর্থকদের মৃত্যু নিয়ে এবার তদন্তের দাবি জানাল মোর্চা সহ সব পক্ষই। পাহাড়ে শান্তি ফেরার বিষয়ে আগামী ১২ সেপ্টেম্বর উত্তরকন্যার বৈঠকে গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

নাগপুর-মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেসের ৯টি কামরা লাইনচ্যুত

নাগপুর, ২৯ আগস্ট : ফের দুর্ঘটনার কবলে ভারতীয় রেল। মহারাষ্ট্রের আসানগাঁওয়ের কাছে নাগপুর-মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেসের ৯টি কামরা লাইনচ্যুত হয়। যদিও মধ্য রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে একের পর এক রেল দুর্ঘটনার ফলে ইতিমধ্যেই উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, কৈফিয়ত এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার কবলে পড়ার পড়েই রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু ইস্তফার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। যদিও তখনই তাঁকে ইস্তফা না দিয়ে অপেক্ষা করতে বলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কিন্তু তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের নাগপুর-মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেসের ৯টি কামরা বেলাইন হওয়ার ঘটনায় ভারতীয় রেলের নিরাপত্তার বেআব্রু অবস্থা প্রকাশ্যে এল।

মঙ্গলবার সকাল ৬টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে মধ্য রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। দুর্ঘটনার খবর এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যদের দ্রুত পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। প্রথমে হরিদ্বার-পুরী কলিঙ্গ উৎকল এক্সপ্রেস। এরপর কৈফিয়ত এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় পড়ার পর ফের নাগপুর-মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার শিকার হল। সেন্ট্রাল রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সুনীল উদাসী জানিয়েছেন, প্রবল বর্ষণে রেল লাইনে ধসের কারণেই সম্ভবত এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। তবে রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত কামরায় আটকে পড়া যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গন্তব্যে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়।

অন্যদিকে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহানি জানিয়েছেন, কোনও যাত্রীর আঘাত গুরুতর নয়। কোনও মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেনি। যদিও নাগপুর-মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেসের ৯টি বগি লাইনচ্যুত হওয়ার খবর পাওয়ার পরেই উদ্বিগ্ন পরিজনেরা ফোন করে পরিস্থিতি জানতে চান রেল কর্তৃপক্ষের কাছে।

হার্ভের দাপটে টেক্সাসে মৃত ১১

টেক্সাস, ২৯ আগস্ট : বিধ্বংসী হ্যারিকেন হার্ভের দাপটে টেক্সাসে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১১। সরকারি সূত্রে এ খবর জানানো হয়েছে। বিধ্বংসী হার্ভের আক্রমণে বহু জায়গায় ধস নেমেছে। টেক্সাসে আবহাওয়া দফতরের খবর অনুসারে, টেক্সাস ও লুসিয়ানায় এখনও পর্যন্ত ২,০০০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ৩০,০০০ মানুষকে এখনও উদ্ধার করতে পারেনি প্রশাসন। হার্ভের ফলে ক্রমশই জলস্তর বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। আমেরিকার উপকূল রক্ষী বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রতি ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার করে ফোন পাচ্ছেন তারা। আজ বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্প হ্যারিকেন বিধ্বস্ত টেক্সাস পরিদর্শনে যাবেন। মার্কিন প্রশাসন সূত্রের খবর, টেক্সাসে দুর্গতদের জন্য ত্রাণ ঘোষণা করতে পারেন ট্রাম্প।

৩ দিনের চিন সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট : ডোকালাম সংকট নিয়ে আপাতত সমাধানের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে বলে ভারত ও চিন উভয়পক্ষ দাবি করার পর নয়া পরিস্থিতিতে চিনের জিয়ামেনে ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৩ থেকে ৫ সেপ্টেম্বর এই সম্মেলন হবে। সম্মেলনে ভারত ছাড়া উপস্থিত থাকবে রাশিয়া, চিন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানরা। বিদেশমন্ত্রক সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে নবম ব্রিক্স সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

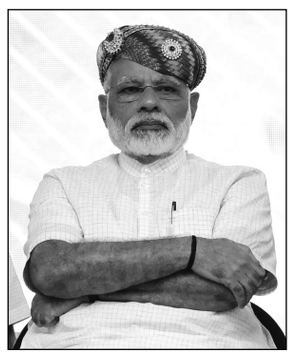

ভুটান সীমান্তে ডোকালাম কাণ্ডে ৭৩ দিন ধরে বিতর্ক চলেছে। সীমান্তে সড়ক তৈরি করছিল চিনা সেনারা। এই অভিযোগ ভারতের। এরই প্রতিবাদে ভারতীয় সেনা ওই অঞ্চলে গিয়ে চিনা সেনার কাজ বন্ধ করে দেয়। এ নিয়ে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় আন্তর্জাতিক মহলে। কিন্তু সীমান্ত থেকে দুই দেশ সেনা প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কূটনৈতিক সম্পর্কে স্থিতাবস্থা তৈরি হয়েছে। তবে এটি যাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় ব্রিক্স সম্মেলনে সেই প্রয়াসই থাকবে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী মোদী চিন থেকে যাবেন মায়ানমারে ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর। তিনি সেখানে প্রেসিডেন্ট হিতেন কাওয়ারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী মোদীর এটাই প্রথম মায়ানমারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। ২০১৪ সালে মায়ানমারে আসিয়ান সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এবারের সফরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হবে দুই রাষ্ট্রনায়কের মধ্যে।

আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা, সফর স্থগিত রাখল পাকিস্তান

ইসলামাবাদ, ২৯ আগস্ট : পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনার প্রতিবাদে আমেরিকায় সমস্ত সরকারি সফর এবং আলোচনা স্থগিত রাখল ইসলামাবাদ। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী খোয়াজা আশিফ ওই দেশের সিনেটে এ কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবনতির কথা পরিষ্কার করে সদস্যদের জানান। বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমালোচনার প্রতিবাদ হিসেবে দু'দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সমস্ত সফর আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। পাকিস্তানের প্রথম সারির সংবাদপত্র 'ডন'-এ এই খবর প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও সেন্ট্রাল এশিয়ার সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যালিস ওয়েলসের পাকিস্তানে আসার কথা। এখন নতুন পরিস্থিতিতে সবই বাতিল হতে পারে। পাক বিদেশমন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এর আগে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের ভারতের কোনও সামরিক ভূমিকা নেই। কিন্তু পাক বিদেশমন্ত্রীর দাবি, পাকিস্তানকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য আফগানিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করছে ভারত। সিনেটের সদস্যরা পাক বিদেশমন্ত্রীকে বলেছেন, ৯/১১-র পর পাকিস্তান কী পরিমাণ মার্কিন সাহায্য পেয়েছে এবং কতটা আর্থিক ক্ষতি তাদের হয়েছে, সে ব্যাপারে ফ্যাক্টসিট প্রকাশ করা জরুরি। বিদেশ সচিব তেহমিনা জানজুয়া সিনেটের বৈঠকে জানিয়েছেন, দক্ষিণ এশিয়ার সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতি ঘোষণার পর ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ঠিক করার জন্য পাক কূটনীতিকদের বৈঠক ডাকা হয়েছে। এই বৈঠক হবে ৫ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর। আলোচনায় ঠিক হয় বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে সিনেটের এই কমিটি নতুন গাইডলাইন ঠিক করতে বৈঠকে বসবে। বিদেশমন্ত্রী গোটা আলোচনায় ইন ক্যামেরায় রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু সিনেটের চেয়ারম্যান রাজা রব্বানি স্মরণ করিয়ে দেন যে, এ ব্যাপারে সংসদের যৌথ অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী শাহিদ খাকোয়ান আব্বাসির উপস্থিতিতে।

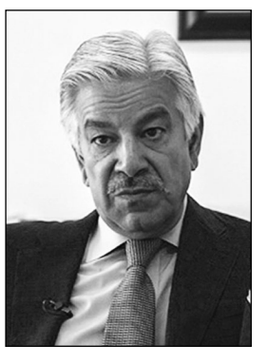

কাবুলে বোমা বিস্ফোরণে মৃত ৫

কাবুল, ২৯ আগস্ট : বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল। মঙ্গলবার সকালে কাবুলে কড়া নিরাপত্তায় মোড়া অঞ্চল মাসুদ স্কোয়ারে মার্কিন দূতাবাস লাগোয়া কাবুল ব্যাঙ্কের সামনে জোরাল বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। জখম কমপক্ষে আট। সংবাদ সংস্থাকে এই খবর জানিয়েছেন আফগান অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মুখপাত্র নাজিব দানিশ। তিনি বলেন, মৃতরা অধিকাংশই কাবুল ব্যাঙ্কের নিরাপত্তারক্ষী। জখমদের স্থানীয় ওয়াজির আকবর খান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ব্যাঙ্কের মূল প্রবেশদ্বারের সামনে বিস্ফোরণটি হওয়ায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ব্যাঙ্কের একাংশ, এমনকী নিরাপত্তা রক্ষীরাও গুরুতর আহত। তবে মার্কিন দূতাবাস সংলগ্ন যে এলাকায় এই বিস্ফোরণ হয়েছে, সব সময় সেই এলাকা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মোড়া থাকে। তারপরেও কী করে এই বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে উঠতে শুরু করেছে প্রশ্ন। এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। ঘটনাস্থল থেকে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা নমুনা সংগ্রহ করেছেন। জানার চেষ্টা হচ্ছে, কী ধরনের বিস্ফোরণ ব্যবহার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার কাবুলেরই খৈয়র খানা এলাকায় একটি মসজিদে প্রার্থনা চলাকালীন হামলা চালায় আইএস জঙ্গিরা। সেখানে মারা যান ৩০ জন। তারপর মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ফের এই বিস্ফোরণ ঘটায় অভিযোগের তির আইএস জঙ্গিদের দিকে। গোটা এলাকা জুড়ে এখনও ছড়িয়ে রয়েছে তীব্র আতঙ্ক। আফগানিস্তানের সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইসলামিক স্টেট এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে। যদিও সরকারিভাবে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

কয়েদির পোশাকে জেলে প্রথম রাত কাটাল ধর্ষক বাবা

রোহতক, ২৯ আগস্ট : বর্ণময় বিলাসবহুল জীবনযাত্রা। দেশে-বিদেশে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, দামি গাড়ি, ঝকঝকে পোশাক সবকিছু ছেড়ে এখন তার পরিচয় কয়েদি নম্বর ১৯৯৭। ভক্তদের কাছে গুরমিত রাম রহিম সিং ইনসান পরিচিত ছিলেন স্বঘোষিত ধর্মগুরু স্বয়ং ভগবান প্রেরিত দূত হিসেবে। কিন্তু সোমবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের রায় এক নিমেষে বদলে দিয়েছে সবকিছু। রোহতকের সোনারিয়া জেলে রায় ঘোষণা হওয়ার পরেই রীতিমতো জোর করে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন সংশোধনাগারের চিকিৎসরা। এরপরেই ঝলমলে পোশাক ছাড়িয়ে তাকে দেওয়া হয় জেলের পোশাক। নির্দিষ্ট হয় কয়েদি নম্বর। যে নম্বরের ওপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করা হয় সংশোধনাগারের আবাসিকদের।

জোড়া ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত বাবা রাম রহিম সিংকে দু'টি পৃথক মামলায় ১০-১০ মোট ২০ বছরের সাজা দিয়েছে আদালত। এই সাজা ঘোষণার পরে সোমবার রাতই ছিল বাবার জেলে প্রথম রাত। হরিয়ানা প্রশাসন সূত্রে খবর, আদালতে কান্নাকাটি করে বিচারকদের মন ভেজানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি ধর্ষক বাবা। শেষ পর্যন্ত জেলের কুঠুরিই হয় তার বর্তমান আশ্রয়। জেলে রাম রহিমকে রাখা হয় অ্যাপ্রুভাল সেলে। সেই সেলে একাই ছিলেন তিনি। কোনও কয়েদির সঙ্গে তাকে রাখা হয়নি নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে। তবে জেল সূত্রের খবর, সেলে যাওয়ার পর থেকে সারারাত কান্নাকাটি করেছেন এই স্বঘোষিত ধর্মগুরু। সেভাবে কোনও খাবারও মুখে তোলেনি। জেল কর্তাদের কথায় বিলাসবহুল জীবনযাপনে দীর্ঘ বছর ধরে যে অভ্যস্ত তার পক্ষে অত্যন্ত গরমে সেলের কুঠুরিতে মানিয়ে নেওয়া অনেকটাই কঠিন। যদিও তাকে কোনও বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়নি। নির্ধারিত খাদির কুর্তা-পাঞ্জাবি, দু'টি কম্বল, খাবার জন্য একটি থালা, একটি চায়ের কাপ এবং একটি প্লেট নির্ধারিত হয় অন্যান্য বন্দিদের মতো। তারপরেই সেলের ঢুকিয়ে লকআপ করে দেওয়া হয় এই ভিভিআইপি বন্দিকে। যদিও নিরাপত্তার কারণে তার সেলে সামনে প্রহরায় ছিলেন দু'জন পুলিশকর্মী এবং দু'জন নিরাপত্তাকর্মী।

সুখের দিনে... বাবা রাম রহিমের সঙ্গে পালিতা কন্যা হানিপ্রীত।

এদিকে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, এই ধর্ষক বাবা সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, তিনি মাইগ্রেন এবং পিঠের ব্যথায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন। তাই যাতে তার দু'জন অনুগামীকে তার সঙ্গে থাকতে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, সিবিআই আদালতের বিশেষ বিচারপতি এই আবদারে কর্ণপাত করেননি।

অন্যদিকে বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন ধর্ষণ কাণ্ডে ২০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত গুরমিত রাম রহিম সিংয়ের পালিতা কন্যা হানিপ্রীত সিং। স্বঘোষিত গডম্যানের কন্যার দাবি, বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ নাকি রাম রহিমকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে যদি বাবা এবং তার ভক্তরা বিজেপিকে সমর্থন করে, তাহলে ধর্মগুরুর ওপর থেকে ধর্ষণের মামলা তুলে নেওয়া হবে। সংবাদমাধ্যমকে হানিপ্রীত আরও বলেছেন, তাঁর বাবা বিজেপির এই হেভিওয়েট নেতার প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিলেন এবং ২৮টি বিধানসভা আসনে ভক্তদের বিজেপিকে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দেবেন তিনি। ধর্ষক বাবার পালিতা কন্যার আরও দাবি, তাঁর বাবার সঙ্গে অমিত শাহের বৈঠকের মুসাবিদা করেন হরিয়ানার আরও এক বিজেপি নেতা অনিল জৈন। এখানেই শেষ নয়, আরও অভিযোগ, শুধু হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনই নয়, রাম রহিমের বিশাল ভক্তকুলকে বিজেপির ভোট ব্যাঙ্কে পরিণত করতে এই ধর্মগুরুর সঙ্গে বৈঠকও করেছিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়। বিস্ফোরক এই অভিযোগের পর এখন বিজেপি পক্ষ থেকে কী প্রতিক্রিয়া জানানো হয়, এখন সেদিকেই লক্ষ রাখছেন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা।